যুগান্তর

তারিখ 02 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

জনমত (৪)

পাঠকের কলাম

টিটো চৌধুরী

উচ্চশিক্ষার সংকুচিত সুযোগ

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেও অনেক যোগ্য শিক্ষার্থী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কঠিনতম বৈতরণী পার হতে পারে না। এর মূলে রয়েছে দুটি অনতিক্রান্ত কারণ। যার প্রাথমিক ও প্রধানতম কারণটিই নিহিত রয়েছে আমাদের রাষ্ট্রীয় আর্থ-সামাজিক দুর্বলতার ভেতর এবং তা হচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যার শোচনীয় অপ্রতুলতা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালো ফলাফলের হার যেভাবে বাড়ছে ঠিক সেভাবেই বাড়ছে গুণগত মানের বিচারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় প্রতিযোগিতার হার। এরকমই এক অসম পরিস্থিতি এবং এর বাস্তবতায় এটি খুবই স্বাভাবিক। প্রথমত, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অপ্রতুলতা এবং দ্বিতীয়ত, গুণগত মানের বিচার্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় উপচেপড়া প্রতিযোগিতার মুখে অনেক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো করার পরও বাদ পড়ে যাচ্ছে। এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির শিকার হয়ে অনেক শিক্ষার্থী মেধা থাকা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল ব্যাপ্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারছে না।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা ঠিক এই জায়গাটায়। উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতির এমনি এক সংকটকে সামনে রেখে দেশে গড়ে উঠেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। যোগ্য প্রশিক্ষণ আর বিদেশী উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা এর অধিকাংশেরই নেই। কোনরকম মেধাভিত্তিক পরিচর্যা বা পরিশীলন ব্যতিরেকে যে কোন লোক যেনতেনভাবে পুঁজি খাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বিপুল অংকের টাকা কামিয়ে নিচ্ছে। তাহলে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বা বিশ্ববিদ্যালয় কী পণ্য প্রস্তুতকারী একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান? যদি তাই না হয়ে থাকে তাহলে কী করে একশ্রেণীর ধনাঢ্য ব্যবসায়ী নিজেদের ব্যক্তিগত কোন শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়াই দেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তথা সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বেপরোয়াভাবে উচ্চশিক্ষা নামক জাতির এক চৌকস মনন বিনির্মাণের 'মহান কার্যক্রম'কে বেমালুম তাদের ব্যবসার পুঁজি হিসেবে খাটিয়ে বেসামাল পুঁজি বানিয়ে নিচ্ছে? শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নামে শিক্ষা-বেসাতিও বন্ধ করতে হবে জাতির মেধা বিকাশের স্বার্থেই।

আমাদের উপস্থাপিত প্রশ্নবোধক বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই আপনাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে এবং তা হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই আপনাদের বিভ্রান্তি ঘোচানোর লক্ষ্যে উপস্থাপিত বিষয়টিকে ঘিরে আমাদের বাস্তব ভাবনা ও তার উপসংহার আপনাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলাটাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ বলে মনে করা হচ্ছে এই মুহূর্তে।

বর্তমানে যখন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগের অপ্রতুলতা একটি সর্বজন স্বীকৃত বাস্তব করুণ চিত্র, এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের লক্ষ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাকে আমরা সর্বান্তকরণে সাধুবাদ জানাই। তারপরও আমাদের 'বড় কিন্তুটা' থেকে যাচ্ছে সেখানেই, যেখানে এসব নিরেট ধনাঢ্য ব্যবসায়ী যারা তাদের নিজেদের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে নিজেরাই স্বচ্ছ নয় তারপরও তারা ঢাকার বিশেষ কয়েকটি এলাকায় স্বল্প পরিসরে ব্যাঙের ছাতার মতো নামসর্বস্ব বিশ্ববিদ্যালয় বেপরোয়াভাবে প্রতিষ্ঠা করেই চলেছে। একটি কথা আমাদের সবার মানতেই হবে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদেরই নিম্নমুখী বা অনেক ক্ষেত্রে 'বিরাট শূন্য' বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট অংকের টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে নামিদামি শিক্ষক আনা হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে তো আছেই আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেক বিবর্জিত শিক্ষকরা বড় অংকের মাইনের লোভে নিজ স্বত্তাকে বিকিয়ে দিয়ে তাদের নিজ কর্মস্থলকে (যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারা নিজেরাই একদিন উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন) পরিত্যক্ত করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিচ্ছেন!

তাই শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের যৌক্তিক আবেদন, আপনারা অনতিবিলম্বে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করুন। আমরা আশাবাদী, আপনাদের সেই সুচিন্তিত নীতিনির্ধারণে সর্বাগ্রে প্রাধান্য পাবে যে বা যারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে বা করেছেন তাদের নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সর্বোপরি তিনি বা তাদের আয়ের উৎস এবং এর স্বচ্ছতা। এই অতীব জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নে কালক্ষেপণ কাম্য নয়।